দৈনিক জনকণ্ঠ

172

তারিখ ... 30 DEC 1998
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... 7

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

গত রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একাংশের ওপর আরেক অংশের হামলায় ৬ ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। জনকণ্ঠের রিপোর্টে এ-সম্পর্কে দু'রকমের ভাষ্য পাওয়া গেছে। একটি ভাষ্য হলো, 'যৌন নিপীড়নবিরোধী' ছাত্রছাত্রীরা যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মিছিল ও তাঁদের কুশপুত্তলিকা দাহ করে সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন। এ-সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আন্দোলনরত 'সচেতন ছাত্রসমাজের' ১০/১২ জন হামলা চালায়। এই ভাষ্য 'যৌন নিপীড়নবিরোধী' পক্ষের। 'সচেতন ছাত্রসমাজের' ভাষ্য ভিন্নতর। তাঁরা বলেছেন, যৌন নিপীড়নের জিগির তুলে একটি মহল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে সচেষ্ট। ক্ষুদ্র ও প্রভাবহীন কয়েকটি ছাত্র-সংগঠনকে সামনে রেখে তারা কতিপয় এনজিও, গার্মেন্টস শ্রমিক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু 'ধর্ষিত' ছাত্রীকে নিয়ে তৎপরতা চালাচ্ছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরও নাকি এতে মদদ রয়েছে। গত সোমবারও ছাত্রছাত্রীদের দু'টি অংশ পরস্পরবিরোধী কর্মসূচী পালন করেছে এবং তা করতে গিয়ে ছাত্রসমাজের তথা দেশের বিবেকবান মানুষের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার মত ঘটনাও ঘটেছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্কজনক ঘটনাবলীতে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ জনগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তোলায় এবং তা নিয়ে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে একটা আন্দোলন শুরু হওয়ায় খুশিই হয়েছিল। তারা আশা করেছিল যে, আন্দোলনটি শীঘ্রই একটি যৌক্তিক পরিণতিতে পৌছবে। আন্দোলনের নামে কোনপ্রকার বাড়াবাড়ি বা উচ্ছৃঙ্খলতা হবেনা। কোনপ্রকার রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক মতলব এর পিছনে যুক্ত হবেনা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও শিক্ষার পরিবেশ-রক্ষা ও অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। প্রাথমিক তদন্তে দোষী প্রতীয়মান হওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-বিভাগের অধ্যাপক শাহিদুজ্জমানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্তের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী ৮ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছে। 'যৌন নিপীড়নবিরোধী' ছাত্রছাত্রীদের দাবি অনুযায়ী রেজিস্ট্রার কর্তৃক লিখিত অভিযোগ গ্রহণেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এর পরে 'যৌন নিপীড়নবিরোধী' ব্যানার নিয়ে আন্দোলনকারীদের সংযত হওয়া উচিত ছিল কি না তা ভেবে দেখা তাঁদের উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়ন, হয়রানি, নানা কায়দায় অন্যায় সুযোগ গ্রহণের অবকাশ নেই, এ কথা আমরা বলব না। শিক্ষকদের মধ্যে এসব সুযোগ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরও একেবারে অভাব থাকার কথা নয়। কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন-হয়রানির অভিযোগ তুলে ব্ল্যাকমেইলের সুযোগ আছে কিনা তা-ও খতিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের বিরুদ্ধে পাইকারিভাবে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তোলা যায়না। অথচ আন্দোলনকারীদের মধ্যে সে-রকম একটা ঝোঁকই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এখানেই প্রশ্ন ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনের আড়ালে রাজনীতিও সক্রিয় কি-না।

প্রশ্নটি 'সচেতন ছাত্রসমাজ' নামে অভিহিতদের ব্যাপারেও। কোন কোন পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'সচেতন ছাত্রসমাজ'-এর ব্যানারে যাঁরা তৎপরতা চালাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে 'একটি প্রভাবশালী ছাত্রসংগঠন' বা ছাত্রলীগের কিছু পরিচিত মুখ দেখা গেছে। ছাত্রলীগ 'সচেতন ছাত্রসমাজের' সাথে সম্পৃক্ততার কথা সরাসরি অস্বীকার করলেও তা ধ্রুবসত্য বলে মনে করা যায়না। তাঁদের 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষার প্রবল তাগিদের পিছনে অভিযুক্ত বা ভবিষ্যতে অভিযুক্ত হতে পারেন এ রকম কোন কোন শিক্ষককে রক্ষার উদ্দেশ্যও থাকতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

এ-অবস্থায় আমরা বলতে চাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কলঙ্কময় ঘটনা ঘটেনি। তাই আর বাড়াবাড়ি নয়, সহিংসতা নয়, শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করা নয়, আন্দোলন-পাল্টা আন্দোলনের নামে। উভয় পক্ষকেই সংযম অবলম্বন করতে হবে। যে-শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁকে উপযুক্ত সাজা দিতে হবে এবং আর যাঁদের বিরুদ্ধে উঠবে যথাযথ তদন্ত ও প্রমাণের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদেরও শাস্তি দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, সম্মান ও ঐতিহ্য সুরক্ষিত হোক দেশ ও জাতির স্বার্থে।